দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 16 NOV 2008
পৃষ্ঠা - ৩ কলাম ৪

### জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজচক্রের হুমকি

# বর্তমান ভিসিকেও ড. আফতাব আহমাদের ভাগ্যবরণ করতে হবে

মোঃ আব্দুস সামাদ ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ একটি চক্র দুর্নীতির সুযোগ না পাওয়ায় ভিসিসহ সৎ দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আবারো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। চিহ্নিত ওই কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবৈধভাবে অর্থ রোজগারে লিপ্ত থাকায় এক সময় দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ আফতাব আহমাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে যোগদান করার পর বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার কাজে হাত দেন। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করে ঢেলে সাজিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতিমুক্ত করে এগিয়ে নেয়ার কাজ শুরু করেন এবং দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে সাবেক রেজিস্ট্রার ফিরোজ আহমেদ আকালসহ বিভিন্ন বিভাগ থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে বদলি করেন। তখন থেকেই ওই দুর্নীতিবাজরা সংঘবদ্ধ হয়ে ড. আফতাব আহমাদ এবং তৎকালীন প্রশাসনের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। ড. আফতাব আহমাদ শক্ত হাতে সাহসিকতার সাথে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে অটল থাকেন। এ দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে ড. আফতাব আহমাদকে ঐ সময় যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম তৎকালীন ট্রেজারার বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ডীন প্রফেসর শেখ মোহাম্মদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বর্তমান মানব সম্পদ বিভাগের পরিচালক শামসের উজ্জামান, কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি এনামুল করিমসহ আরো অনেকে। দুর্নীতিবাজরা বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের শিক্ষা মন্ত্রীকে দিয়ে ড. আফতাব আহমাদকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভিসির চেয়ার থেকে সরিয়ে দেয় এবং পরবর্তীতে ড. আফতাব আহমাদ তার নিজ বাসায় সন্ত্রাসীদের হাতে গুলীবিদ্ধ হয়ে নৃশংসভাবে খুন হন। পরবর্তীতে ভিসি হিসেবে যোগদান করেন ড. ওয়াকিল আহমেদ। তিনিও এই দুর্নীতিবাজদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যান। বর্তমান ভিসি যোগদান করার পর ওই দুর্নীতিবাজরা মনে করেছিল তারা দুর্নীতি করার সুযোগ-সুবিধা পাবে। কিন্তু বর্তমান ভিসিও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। তাই চিহ্নিত দুর্নীতিবাজরা নতুনভাবে আবারো ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। চিহ্নিত দুর্নীতিবাজরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন প্রকার হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। গত ১৬ অক্টোবর ৪/৫ জন চিহ্নিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভিসির অফিস কক্ষে প্রবেশ করে ভিসিকে পদত্যাগ করার জন্য সাদা কাগজে জোরপূর্বক স্বাক্ষর নেয়ার অপচেষ্টা চালায় এবং অপমানজনক কথাবার্তা বলে। চিহ্নিত ওই দুর্নীতিবাজদের চাকরিতে যোগদানের পূর্বে এবং পরে সকল সম্পদের হিসাব-নিকাশ নেয়া প্রয়োজন। দুর্নীতিবাজরা অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায়ের হীন উদ্দেশ্যে ভিসিকে বিভিন্ন হুমকি-ধমকি অব্যাহত রেখেছে এবং তাদের ভাষ্য ড. আফতাব আহমাদ-এর মত বর্তমান ভিসিকেও প্রাণ হারাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময় চাকরিচ্যুত প্রশাসক মোঃ হাফিজুর রহমান বহিরাগত এক সহযোগীর মাধ্যমে অফিসিয়াল গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি গত ১৫ অক্টোবর বাইরে পাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়লে ভিসির নির্দেশে ওই ব্যক্তিকে প্রক্টর দপ্তরে নিয়ে তার জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। এর প্রতিবাদে উপকলেজ পরিদর্শক আব্দুল কাদের, সাবেক প্রক্টর মোঃ ইদ্রিস আলী সরকার, সহকারী পরিচালক মোঃ বেলাল হোসেন, সেকশন অফিসার শাহজাহান মাস্টার, সেকশন অফিসার মতিয়ার রহমান, ওয়ারেন শাহ আলম গাজী, সহকারী রেজিস্ট্রার একাডেমিক মোঃ মিজান উদ্দিন সরকারসহ প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেইটে তালা লাগিয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রায় ২ ঘণ্টা জিম্মি করে রাখে এবং প্রক্টরকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে উক্ত বহিরাগত অপরাধীকে ছাড়িয়ে নেয়। উক্ত ব্যক্তিরা বর্তমান ভিসির যোগদানের মাত্র ৭ দিনের মধ্যে ভিসির অফিসের সামনে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে বিষয়টির তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জোর দাবী করেছেন শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।